ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ৩

চবি প্রতিনিধি ▷

শাটল ট্রেনের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই সংঘর্ষে জড়াল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক দুটি গ্রুপ। গ্রুপ দুটি হলো ভার্সিটি এক্সপ্রেস (ভিএক্স) ও সিক্সটিনাইন। এই সংঘর্ষে কমপক্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘণ্টাব্যাপী চলা ধাওয়াধাওয়ির পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতরা হলেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের মামুন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের মো. মানিক এবং বোটানি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শাহ পরান।

জানা যায়, চট্টগ্রাম শহরের বটতলী স্টেশন থেকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছেড়ে আসা শাটল ট্রেনের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে বাগবিতণ্ডা হয় ভিএক্স ও সিক্সটিনাইনের কয়েকজন কর্মীর মধ্যে। পরে শাটল ট্রেনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে পৌঁছলে সেখানে উভয় পক্ষের কর্মীদের মধ্যে আবারও বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এর পরপরই ক্যাম্পাসে দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সিক্সটিনাইনের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলে অবস্থানরত ভিএক্স গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে তিনজন কর্মী আহত হন।

সিক্সটিনাইন গ্রুপের নেতা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপু বলেন, 'শাটল ট্রেনের সিটে বসাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়েছে বলে শুনেছি। এখানে পক্ষ-বিপক্ষ দেখার সুযোগ নেই। যে-ই অপরাধী তার বিরুদ্ধে আমরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও যেন অপরাধীদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসে, সেই আহ্বান থাকবে।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রবিউল হাসান ভূঁইয়া বলেন, 'ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আমরা পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের প্রধান চিকিৎসক ডা. আবু তৈয়ব বলেন, 'তিনজন আহত ছেলেকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। তাকে আমরা এরই মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছি।'